র‍্যাব-এর ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-২০১৮

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর কুর্মিটোলা, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২০ বৈশাখ ১৪২৫, ৩ মে ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
র‍্যাবের সকল পর্যায়ের সদস্যগণ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু-আলাইকুম।

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন ফোর্সেস (র‍্যাব) এর ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে আরও স্মরণ করছি সে সকল দেশপ্রেমিক, অকুতোভয় র‍্যাব সদস্যদের যাঁরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি।

বিশেষ করে আমি উল্লেখ করতে চাই গত বৎসর সিলেটে জঙ্গি আস্তানা আতিয়া মহলে অভিযানের সময় র‍্যাবের গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, বিপিএম, পিপিএম, ইবি সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা যারা সাম্প্রতিক সময়ের জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় শাহাদত বরণ করেছেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় র‍্যাবের প্রতিটি সদস্যের দেশপ্রেম, আন্তরিকতা, সততা, কর্তব্য নিষ্ঠা, দক্ষতা ও পেশাদারিতব মনোভাবের ফলে স্বল্প সময়ে র‍্যাব ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদক উদ্ধার, চরমপন্থি দমন এবং ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনাসহ সকল ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে র‍্যাব অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। র‍্যাব দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সকলের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

পবিত্র ইসলাম ধর্মের মূলধারা কোরআন ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা থেকে বিচ্যুত হয়ে উগ্র জঙ্গিবাদের উদ্ভব। এই জঙ্গিবাদ মদদপুষ্ঠরা সাম্প্রদায়িকতা, সহিংসতা, অরাজকতা ও নাশকতামূলক কর্মকান্ডের প্রসার ঘটিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল ও নিরাপত্তাহীন করে তোলার অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে। কিন্তু র‍্যাব জঙ্গি দমনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে, যা সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে।

জঙ্গি দমনে বিগত সময়ের ন্যায় সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে র‍্যাব বর্তমান সময়ে নিরবিচ্ছিন্ন অভিযানের মাধ্যমে জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জঙ্গি সদস্যকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনেছে। র‍্যাব সদস্যরা জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র, বোমা ও বিস্ফোরক দ্রব্য।

বিশেষ করে ২০১৬ সালে হলি আর্টিজান রেস্তোরার প্রাথমিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও মূল অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে তারা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এই অপারেশনের পর সাভারের আশুলিয়া, মিরপুরের দারুস সালাম, তেজগাঁও, চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে, ঝিনাইদহে এবং সিলেটের আতিয়া মহলে সেনা অভিযান পরবর্তী উদ্ধার অভিযানে র‍্যাব পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

২০১৬ সালে ০১ জুলাই হলি আর্টিজান রেস্তোরায় জঙ্গি হামলার পর হতে র‍্যাব ৪১২ জন জঙ্গিকে গ্রেফতার করে তাদের দক্ষতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

এছাড়াও জঙ্গি দমনে র‍্যাব সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ''কতিপয় বিষয়ে জঙ্গিবাদীদের অপব্যাখ্যা এবং পবিত্র কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা'' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। র‍্যাবের এ বাস্তবমুখী ও মটিভেশনাল কার্যক্রম প্রক্রিয়া কোরআন ও হাদীসের বিষয়ে জঙ্গিদের অপব্যাখ্যা রোধ করে জঙ্গি দমন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণার অংশ হিসেবে লাখ লাখ লিফলেট প্রচার, বিলবোর্ড স্থাপন ও টিভিসি তৈরি করার মাধ্যমে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে নানা তৎপরতা চালিয়ে আসছে র‍্যাব। র‍্যাবের নিরন্তর অভিযান ও প্রচারনামূলক কার্যক্রমের ফলে জঙ্গি সংগঠন সমূহের সাংগঠনিক কাঠামো যেমন দূর্বল হয়ে পড়েছে তেমনি জঙ্গি তৎপরতা এখন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। র‍্যাবের এই সাফল্য দেশে ও বর্হিবিশ্বে সবমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

মাদকের ভয়াল ছোবলের কবলে গ্রাস হচ্ছে অনেক মানুষের জীবন ও সংসার। এর নেতিবাচক প্রভাব বিশেষ করে যুবসমাজকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে পারে। তাই মাদকের এ ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় র‍্যাব সর্বদা জাগ্রত ও নির্ভীক। মাদক বিস্তার রোধে র‍্যাব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত দেশে যত বড় বড় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালিত হয়েছে তার সিংহভাগই র‍্যাব করেছে।

ভবিষ্যতেও র‍্যাবের চৌকস কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মাধ্যমে মাদকের এই ভয়াবহ ছোবল থেকে দেশকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে বিশ্বাস করি। র‍্যাব ২০১৭ সনে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৪ হাজার ৬০ জনকে গ্রেফতার পূর্বক ৭৮ লাখ ১৬ হাজার ৮২৯ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ প্রায় তিনশত কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন মাদক দ্রব্য উদ্ধার করেছে।

একটা সময় বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন ছিল বনদস্যু ও জলদস্যুদের ত্রাসের রাজত্ব। সুন্দরবনের লাখ লাখ বাওয়ালী-মৌয়ালি ও জেলেরা তাদের কাছে জিম্মি হয়েছিল দীর্ঘকাল। র‍্যাবের তৎপরতায় সুন্দর বনে জলদস্যু আর বনদস্যুদের আগের মত রাজত্ব নেই।

২০১২ সালে র‍্যাব মহাপরিচালক কে প্রধান সমন্বয়কারী করে আমরা একটি টাস্কফোর্স গঠন করে দেই। তাতে বেগবান হয় সুন্দরবনের জলদস্যু দমন। সুন্দরবনে জলদস্যু দমনে র‍্যাব উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। সাড়াশী অভিযানের পাশাপাশি জলদস্যুদের আত্মসমর্পণের সুযোগ সৃষ্টিতে র‍্যাবের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখন পর্যন্ত ২১৭ জন জলদস্যু আত্মসমর্পন করেছে।

বর্তমানে পুনর্বাসিত হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে আত্মসমর্পনকারী সাবেক জলদস্যুদের পুনর্বাসনের জন্য ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল হতে ১ কোটি ৩২ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট জলদস্যু যারা সম্প্রতি আত্মসমর্পন করেছে তাদেরকে অর্থ সাহায্য দিয়ে পুনর্বাসিত করা হবে।

দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী চরমপন্থি গোষ্ঠী বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যে অপতৎপরতা চালাত সেই চরমপন্থি দমনে র‍্যাবের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ফলে ওসব এলাকার জনগণের মধ্যে ফিরে এসেছে স্বস্তি আর নিরাপত্তাবোধ। এতে বেগবান হয়েছে এ অঞ্চলের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সচলাবস্তা।

দেশীয় অসাধু ব্যবসায়ীর পাশাপাশি বিদেশী চোরাকারবারী, জাল মুদ্রা ও পাসপোর্ট প্রস্তুতকারী এবং অবৈধ ভিওআইপি বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বৃদ্ধিতে র‍্যাব অবদান রাখছে। এছাড়াও জননিরাপত্তায় হুমকি ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে র‍্যাব প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলছে।

এ র‍্যাব ভেজাল বিরোধী অভিযান জোরদার করে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে **এ পর্যন্ত ১৭ হাজার ৪১০টি অভিযানে ১২২ কোটি ৮ লাখ ১৬ হাজার ৩০৭ টাকা জরিমানা আদায় ও ১০ হাজার ৮৩০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করে** জনমনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ভেজাল ঔষধ তৈরী, নকল প্রসাধনী তৈরী, খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন ও অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক মিশানো, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস, বিস্ফোরক দ্রব্যের অননুমোদিত ক্রয় বিক্রয় ও অবৈধ মানবপাচার রোধসহ নানাবিধ কর্মকান্ডে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান সুশাসন অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে।

সাম্প্রতিক সময়ে পাবলিক পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রো**ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানামুখী পদক্ষেপের পাশাপাশি র‍্যাবের ভূমিকাও প্রশংসার দাবী রাখে। বিশেষ করে এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী প্রতারক চক্রের ৪৪ জনকে গ্রেফতার করে র‍্যাব জনগণের আস্থা অর্জন করেছে।** বিভিন্ন জাতীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান এবং

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা সমাবেশ ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করে র‍্যাব জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

র‍্যাবকে একটি অত্যাধুনিক ত্রিমাত্রিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সরকার নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় র‍্যাবে ইতোমধ্যে সংযোজিত হয়েছে উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন দুটি অত্যাধুনিক হেলিকপ্টার। ফলে জল, স্থল ও আকাশ পথে দ্রুত আভিযানিক কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে র‍্যাব অপরাধ দমনে বিশ্বমানের একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

বিস্ফোরক দ্রব্য নিরাপদে সনাক্তকরণ ও নিষ্ক্রিয়করণের জন্য যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক IEDD ভেহিকেল। র‍্যাব স্পেশাল ফোর্স এর জন্য স্থানীয়ভাবে র‍্যাব ফোর্সেস তৈরী করেছে র‍্যাব স্পেশাল ভেহিকেল। র‍্যাবের এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য।

এছাড়া র‍্যাবের ফরেনসিক ল্যাবকে অত্যাধুনিক করা হয়েছে। সারা দেশে র‍্যাব এর সকল ব্যাটালিয়নের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়াও র‍্যাব কমপ্লেক্স এর অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ৪৯৫ কোটি ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। র‍্যাব ফোর্সেস এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনবলসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি বৃদ্ধির বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলে ২টি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য ১টি মোট ৩টি নতুন ব্যাটালিয়ন গঠন প্রক্রিয়াধীন। মবিলিটি, লজিষ্টিক ও গোয়েন্দা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পৃথক পৃথক তিনটি প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন সরকারের প্রক্রিয়াধীন আছে।

লাখো শহিদের রক্তে অর্জিত এ দেশের একমাত্র এলিট ফোর্স হিসেবে র‍্যাবের প্রতি দেশের সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি। সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা, দৃঢ়তা, শৃঙ্খলাবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা এবং একাগ্রতার মাধ্যমে স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে র‍্যাবকে আরও আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

এদেশের শান্তি প্রিয় প্রতিটি নাগরিকের কাছে এলিট ফোর্স র‍্যাব আজ শান্তি, নিরাপত্তা ও আস্থার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি, ‘‘বাংলাদেশ আমার অহংকার’’ এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে জনসাধারণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিতে অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও এ বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্বশীল, কার্যকরী ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন এবং বাঙালি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে অশেষ অবদান রাখবেন।

পরিশেষে র‍্যাব ফোর্সেস’কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং র‍্যাবের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...